পাঠক ফোরাম

রাজনৈতিক সহিংসতা

রাজনৈতিক দলগুলোকে বার বার বলা হচ্ছে তারা যেন সংঘর্ষ ও সহিংসতা পরিহার করে চলে। নির্বাচন পরবর্তী বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সংঘর্ষে অনেক প্রাণের অকালমৃত্যু হয়েছে। এ থেকে কি আমরা রেহাই পাবো না? সাধারণ জনগণ কি বার বার প্রতারিত হবে? বিজয়ী দলের যেমন আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করার স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি নির্বাচনের ফলাফল না মানার অধিকারও বিজিত দলের রয়েছে। এর নামই হচ্ছে গণতন্ত্র। আমরা যদি সবাই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয়ে অন্যের মতাদর্শকে শ্রদ্ধা করি তাহলে সংঘাত হয় না। সরকারি দলকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর বিরোধী দলেরও উচিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে দেশে স্থিতিশীল রাজনীতি চর্চা করা।

বজলুল করিম লাড়লা
পিলখানা, ঢাকা

সমস্যাগ্রস্ত জুরাইন

আমরা জুরাইনবাসী অনেকদিন যাবৎ বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে জীবনযাপন করছি। আমাদের প্রত্যাশা সামান্য, তাও কি পূরণ হবার নয়? আমাদের প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি পর্যন্ত সব রাস্তা ভেঙে এমন অবস্থা হয়েছে যে রিকশায় চলতে গেলে যেন হাড়গোড় ভেঙে যাবার উপক্রম। ডাস্টবিনগুলো পরিপূর্ণ থাকে ময়লা আর আবর্জনায়। জুরাইন এলাকায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৩ ঘন্টাই প্রায় বিদ্যুৎ থাকে না। জুরাইনবাসীরা এ জন্য মিছিলও করেছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

হাসনা হেনা ইভা
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা

শিক্ষাজীবন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সারা বছরই ধর্ষণ বিষয়ক নানান আন্দোলন হয়ে থাকে। এখানে ধর্ষণের বিষয়টিকে এক শ্রেণীর শিক্ষকরাই প্রশ্রয় দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের কোনো শক্ত অবস্থান নেই। বর্তমানে আন্দোলন, অসহযোগের মুখে দীর্ঘদিন যাবৎ এ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। হীন স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী শিক্ষকদের জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন আর কতদিন এভাবে বিঘ্নিত হবে?

পলাশ, জুয়েল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

বুদ্ধি সন্ত্রাস

বাংলাদেশ ২০০১-এর প্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত সাম্প্রতিক 'বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাস' সংখ্যাটির জন্য অভিনন্দন। অভিনন্দন এ কারণে যে, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার দায়িত্বটি শেষ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ২০০০-ই নিল। হতদরিদ্র, লেখাপড়া শিখতে না পারা এদেশের যে সারল্যনির্ভর জনগোষ্ঠী, তার মধ্যে 'বুদ্ধিজীবী' বলে যেসব প্রাণীকুল দাঁড়িয়ে গেছে প্রধানত ঢাকায়– সেটি ঢাকায় বসে যতখানি জানা সম্ভব, ঢাকার বাইরে পুরো দেশবাসী ততখানি জানতে পারেন না। ফলে, কে নষ্ট ডিম, কে ভালো ডিম সেটি নির্ণয় করছে একদল জাতীয় দৈনিক... টেলিভিশন...। কিন্তু পাঠকের মুখোমুখি এই সিন্ডিকেট বাহিনী বা এই 'বুদ্ধিজীবী' নামধারী বিবৃতিজীবীদের সম্পর্কে দৈনিকের পাতায় বা টিভিতে জানা সম্ভবও নয় দেশবাসীর। এ ছাড়া এই মাধ্যমগুলোকে দখল করেই যেহেতু ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ, প্রকাশ– তাই এই মুহূর্তে এই নতুন শতকের সূচনাতেই সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক এবং সন্ধানী সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজাকে অভিনন্দন এই প্রাণীকুলের প্রতি সরাসরি নজর দেবার জন্য। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের বুদ্ধিজীবী গজানো কি ভয়ানক, একবার ভেবে দেখুন।

টোকন ঠাকুর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

অতীত থেকে শিক্ষা

আওয়ামী দুঃশাসনের জবাব জনগণ ১ অক্টোবর ব্যালটের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। জনগণের এ রায় আওয়ামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসের এই কলঙ্কের ইতিহাস আওয়ামী সভানেত্রী ও নেতারা কি দিয়ে ঢাকবেন? আওয়ামী সাংসদ, মন্ত্রী এবং তাদের গুণধর পুত্ররা আজ কোথায়? সন্ত্রাস, জমি দখল, ধর্ষণের সেঞ্চুরি, মানুষ খুন, ব্যাংকের টাকা লুটপাট করে জনগণের ভোট পাওয়া যায় না। যারাই এসব করেছে জনগণ তাদেরকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বিএনপি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের কঠোর হস্তে দমন করবে এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেবে। অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জনকল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে। অতীতের মতো জনগণের টাকা দিয়ে তারেক রহমানরা লঞ্চ ও ফ্যাক্টরি বানাবে না। আওয়ামী সরকারের মতো সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদেরকে দমন করতে ব্যর্থ হলে আগামীতে জনগণ বিএনপিকেও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবে না।

আবদুল্লাহ আল মামুন
প্যারিস, ফ্রান্স

বিপর্যয় বিশ্লেষণ

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন কর্মসূচি নির্ঘাত একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মুহূর্তে তাকে ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে এসে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা উচিত। শেখ হাসিনার উচিত হবে নিজেসহ তোফায়েল, আমু, সাজেদা, নাসিম, মোশারফ, মায়া, আবু সায়ীদ, ওবায়দুল কাদের এদের সবাইকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা এবং দলের নেতৃত্ব মতিয়া চৌধুরী বা সাবের হোসেন চৌধুরীর মতো ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দেয়া। জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান এবং তাহেরের মতো লোকদের দীর্ঘ পাঁচ বছর শেল্টার দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তার পরিণতিতেই এই ভরাডুবি আওয়ামী লীগের।

মোঃ আহসান
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

নারী নেতৃত্ব

জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতায় গেলে ইসলামী শাসন কায়েক করবে জানিয়েছে। কোরআন ও হাদিসের সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। আমার প্রশ্ন, ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনায় কি নারী নেতৃত্বের অনুমোদন রয়েছে? হাদিসের কোথায়ও কি আছে নামাজ পড়তে মহিলাকে ইমাম বানিয়ে তার পেছনে সেজদা দেয়া যাবে? আমার

বেড়ে ওঠার স্বাধীনতা

প্রায় সব বাবা-মা'ই তাদের ইচ্ছাকে জোর করে সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বপ্নটা প্রায় একই রকম। তারা চান সন্তান চিকিৎসা বিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা ব্যবসায় প্রশাসন নিয়ে পড়াশোনা করবে। অভিভাবকরা মনে করেন এসব বিষয় নিয়ে পড়লে তাদের সন্তানরা বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ফলে সন্তানদের নিজস্ব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা হয় উপেক্ষিত। প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু নিজস্ব গুণ রয়েছে। আদর্শ বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানদের মাঝে সেসব গুণগুলোকে খুঁজে বের করা এবং তার যথাযথ বিকাশে সাহায্য করা। সন্তানদের নিজস্ব আগ্রহ এবং পছন্দ-অপছন্দকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তাহলে দেখা যাবে তাদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে নিউটন, আইনস্টাইন, জয়নুল আবেদিন, শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, কিংবা উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মতো ব্যক্তিত্ব, যারা ধন্য করবে দেশ ও জাতিকে।

এসএম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

টোকাই

তো মনে হয় না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে সব ঈমানদাররা কিভাবে মহিলাকে নিয়ে ঐক্যজোট গঠন করলো!

এমএইচবি
টোকিও, জাপান

প্রত্যাশা ২০০০

সাপ্তাহিক ২০০০-এ ১৯ অক্টোবর ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ট্যাক্সোটিয়ার : স্তন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা' লেখাটি খুব ভালো লেগেছে। জানানো হয়েছে একটু সচেতন হলে এবং প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা গেলে উপযুক্ত চিকিৎসায় সেরে ওঠার সম্ভাবনা শতকরা ১০০ ভাগ। জানতে পারলাম স্তন ক্যান্সার খুব ছড়িয়ে গেলেও, ট্যাক্সোটিয়ার নামক নতুন ওষুধটি তা সত্তর ভাগ নিরাময় করে। ভালো লাগল স্তন ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী একটি রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান তার সাফল্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তবে স্তন পরীক্ষা নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে আশা রাখি। 'ট্যাক্সোটিয়ার: স্তন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা'র মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো জনসচেতনতা-মূলক প্রবন্ধ পাবার প্রত্যাশা রইল।

ডা. আঞ্জুমান আরা
শেওড়াপাড়া, ঢাকা

প্রসঙ্গ: ডেঙ্গু

শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা জানি এসিডবাহী মশাই এর বাহক এবং টায়ারে, ফুলের টবে কিংবা পাত্রে ধারণ করে রাখা পানি এর বংশ বিস্তারের সহায়ক। খুব সহজেই আমরা চাইলে এর বংশ বিস্তার প্রতিরোধ করতে পারি। কিছুদিন পূর্বে সিঙ্গাপুর সেফটি রুলস এন্ড রেগুলেশনের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু বংশ বিস্তার রোধে একটি কার্যকরী পরামর্শ এসেছে। তা হলো, যে স্থানে বা পাত্রে পানি জমে থাকে সেখানে এক ফোঁটা কেরোসিন তেল ঢেলে দিন। খুব সহজেই পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। এডিস মশাটি তার বংশ বিস্তারে বাধার সম্মুখীন হবে। আমাদের সবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসা উচিত।

আবুল কালাম আজাদ
প্রেসিডেন্ট মেরিন, সিঙ্গাপুর

নির্বাচনী জরিপ

বিএনপি'র বিস্ময়কর বিজয় দেখে আমরা কয়েকজন বন্ধু ছোট্ট একটি পরীক্ষা করেছি। বনানীতে একটি সরকারি আবাসিক ক্যাম্পাসে আমরা থাকি। প্রতি ভবনে ৮টি ফ্ল্যাট। মোট ১২টি ভবন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেশ কিছু খেলনা ব্যালট পেপার বানিয়ে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গেলাম। সঙ্গে একটি ব্যালট বক্স কিসিমের বাক্স আর আব্বুর ফেলে দেয়া একটি পুরনো রাবার স্ট্যাম্প। আঙ্কেল-আন্টি, ভাইয়া, আপু, বুয়া সবাইকে অনুরোধ করলাম ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে বাক্সে ফেলতে। ৯৬টি ফ্ল্যাটের ৫টির দরজা বন্ধ– বেড়াতে গেছে। আবার কেউ কেউ দরজা খুললেও সহযোগিতা করলেন না। কয়েকজন ড্রাইভার, দারোয়ান, পাম্প অপারেটর, মুয়াজ্জিন এদের ভোটও নিলাম। যারা ভোট দিয়েছিল কেবল তাদের ভোটই নিলাম। যাই হোক, মোট ৩১৭ জন ডামি ভোট দিলেন। সেই ফলাফলই জানাচ্ছি। অবাক হয়ে দেখলাম যে ৩১৭টি ভোটের মধ্যে ২১৯টি পেয়েছে বিএনপি, ৮৬টি আওয়ামী লীগ, ১০টি জামায়াত এবং ২টি জাতীয় পার্টি। আমাদের ব্যালট পেপারে এই চারটি পার্টিরই নাম ছিল। নির্বাচন পরবর্তী আন্দোলন কারচুপির অভিযোগের কারণেই আমরা এ জরিপটি করেছি।

শারমিন শাজাহান
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

অর্থনৈতিক প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় এশিয়ায় অর্থনীতির দীর্ঘ মন্দাভাব দেখা দেবে। এর ফলে বিগত বছর যেখানে শতকরা ৭.৩ ভাগ ছিলো চলতি বছর সেটা ৪.৬ ভাগ নেমে আসতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের নিয়মিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, একদিকে এই সন্ত্রাসী হামলা ও অন্যদিকে প্রযুক্তি উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে আর ভোক্তাদের আস্থার অভাব দেখা দেবে।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন

বর্তমানে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং জীব বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। দেখা গেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ থেকে বহু উপকারী লতা, গুল্ম, বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনাঞ্চলগুলো হয়ে যাচ্ছে বৃক্ষশূন্য, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বিরল প্রজাতির অনেক প্রাণী, নানা প্রজাতির পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, পশু-পাখি শিকার– এসব রোধের জন্য বাংলাদেশে আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। প্রয়োগ করতে গেলে দেখা যায় আইনের নানা ফাঁক-ফোকড়। তাই ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম প্রতিষ্ঠা করে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে বিশেষ আইনেরও প্রয়োজন।

ইকবাল পাশা, E-mail– iqbal 111bd@yahoo.com

নিরানন্দ দুর্গোৎসব

এমন নিরানন্দ দুর্গাপূজা আর দেখিনি! পূজার গান নেই, হৈ চৈ নেই। অনুজ্জ্বল পূজামন্ডপে ফ্যাকাশে আরতি... দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা! ভক্ত দর্শনার্থীরা যেন শোকসভায় এসেছেন! ভীষণ কষ্ট হয়েছে। এমন কেন আমরা? মাত্র কয়েকজন নষ্ট রাজনীতিবিদের কুটিল চালে আমরা বারবার নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পথ বেছে নেই কেন? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? আসুন দেশের স্বার্থে আমরা সবাই জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে একত্রিত হই দেশের সকল নষ্ট রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে। জানিয়ে দেই ধ্বংস নয়, আমরা চাই শান্তি।

সামুয়েল ইকবাল
রংপুর

অপেক্ষা

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করে সাংবাদিকদের বলেছেন, জনগণ সেবা করার সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইন ও সন্ত্রাস দূর করে শান্তিময় জীবন প্রতিষ্ঠা করবেন। সন্ত্রাসমুক্ত ও ক্ষুধামুক্ত একটি শান্তিময় সমাজ জনগণের একটি পুরনো প্রত্যাশা। এই পুরনো প্রত্যাশা পূরণে নতুন সরকার কতটুকু সফল হবে এবার জনগণ সেটাই দেখার অপেক্ষায়।

ডাড়লী
মিরপুর-১